দৈনিক বাংলা

তারিখ ..20. JUN 1990..
পৃষ্ঠা... ..6...কলাম ..2...

15

পরীক্ষার গতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিদ্যা ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীরা নাকি তাদের নির্ধারিত পরীক্ষা বর্জন করেছেন। পরীক্ষা বর্জনের কারণ বিশ্বকাপ ফুটবল। পরীক্ষার্থীরা নাকি দাবী করছেন খেলার জন্য এখন পড়াশুনার পরিবেশ নেই, অতএব পরীক্ষা পিছাতে হবে। খবরটি দেখে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না।

আপাতদৃষ্টিতে এই দাবীতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা প্রীতি প্রকাশ পাচ্ছে বলে ভ্রম সৃষ্টি হতে পারে। আদতে কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, খেলাধুলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক দক্ষতার বিকাশ এবং বিনোদনের মাধ্যমে কর্মময় জীবনকে উপভোগ্যতর করে তোলা। খেলার জন্যে যদি কারো মূল করণীয়ই উপেক্ষিত হয়, গোটা আয়োজনেরই কোন সার্থকতা থাকে না। খেলা উপভোগ করা তাই কোনো ক্রমেই পড়াশুনার অন্তরায় হওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগে পরীক্ষা বর্জনের চেয়ে বড় আশংকার কারণ হচ্ছে এই যে এর থেকে দেশ জুড়ে পরীক্ষা বর্জনের কিংবা পরীক্ষা পেছানোর দাবী উঠতে পারে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পেছানোর পালা আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে তিন বছরের শিক্ষাসূচী সাত বছরেও শেষ হচ্ছে না। খেলার জন্যে পরীক্ষা পেছানো চলতে থাকলে এমনিতেই শোচনীয় অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে, যা কোন অবস্থায়ই কারও কাম্য হতে পারে না। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাশ্যজনক অবস্থায় একটি ইতিবাচক মোড় সম্পর্কে উজ্জ্বল আশাবাদ জন্ম নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'অনিবার্য কারণে' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পেছানো শিক্ষার্থী মহলে খেলা আর পরীক্ষা নিয়ে একটা জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বোর্ড 'অনিবার্য কারণ'টি উল্লেখ না করার ফলে সবাই ধরে নিচ্ছেন তা বিশ্বকাপের খেলা। হয়ত এ ধারণায় ভুল কিছু নেই। তবে একটি ক্ষেত্রে ভুল করা হলেও সর্বত্রই তা অনুসরণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম মোটামুটি সময়সীমা মেনেই চলছে। পরীক্ষা পেছানোর কয়েক দিনের ক্ষতি তাই পুষিয়ে নেয়া কষ্টকর কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই এ কথা মনে রেখেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমরা তাই আমাদের শিক্ষার্থী সমাজের কাছে আবেদন রাখবো, দেশ, জাতি এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে তারা আনন্দের সহজ স্রোত পরিহার করে পরিশ্রমী হওয়ার পথই বেছে নেবেন। আর তেমন ক্ষেত্রে খেলা দেখা পরীক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে না। নষ্ট করার সময় আর সম্পদ কিছুই আমাদের নেই, এ কথা মনে রাখতেই হবে।